জাতীয় সংসদ নির্বাচন মনোনয়ন ফরম পূরণের নির্দেশিকা

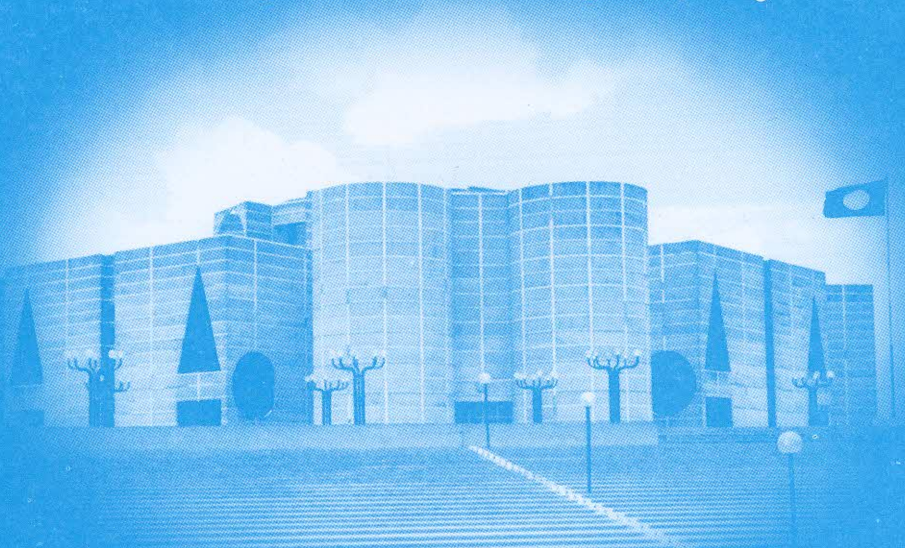

নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ

বিষয়সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীর জন্য চেকলিস্ট .... :	৩
○ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান এমন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য এ চেকলিস্টের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।	
জতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম .... :	৬
○ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে এ ফরম পূরণ করতে হবে। এ ফরম পূরণের জন্য অনেক তথ্যের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া কিছু দলিলাদি (যেমন, পরীক্ষার সার্টিফিকেট) সংযোজন করতে হবে। অতএব এ ফরম সম্পর্কে আগেই ধারণা থাকলে প্রার্থীর জন্য তা সহায়ক হবে এবং তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন।	
মনোনয়ন ফরম পূরণের নির্দেশিকা .... :	২৫
○ ফরম পূরণকালে সহায়তার জন্য এ নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, ফরমের কোন অংশ অস্পষ্ট মনে হলে বা ফরমে সুনির্দিষ্টভাবে কি চাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে এ নির্দেশিকা থেকে তার ধারণা পাওয়া যাবে।	

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীর জন্য চেকলিস্ট

আপনি কি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী? তাহলে আইনের আলোকে আপনি প্রার্থী হওয়ার যোগ্য কিনা তা আপনার জানা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধানাবলী রয়েছে। তার মধ্যে অযোগ্যতা ও তথ্য প্রকাশের বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান অনুসরণ করে এ চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। চেকলিস্টে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে আপনি নিজেই আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন। সেই সাথে মনোনয়ন ফরমের শর্তাদি পূরণ হলো কিনা তা অনুধাবনেও চেকলিস্ট আপনার সহায়ক হবে।

	ক. এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ হতে হবে। **মন্তব্য: এ অংশে কোন প্রশ্নের উত্তরে 'না' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না।**		
০১	আপনি কি বাংলাদেশের নাগরিক ?	হ্যাঁ	না
০২	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে আপনার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে ?	হ্যাঁ	না
০৩	ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে কি?	হ্যাঁ	না
০৪	কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কি আপনাকে মনোনয়ন দিয়েছে, কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত না হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার শর্ত (পূর্বে অন্ততঃ একটি সংসদ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হওয়া বা ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন) পূরণ করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
	খ. অযোগ্যতার কারণসমূহ **মন্তব্যঃ এ অংশে কোন প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন না।**		
০১	আপনি কি কখনও আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হয়েছেন ?	হ্যাঁ	না
০২	আপনি কি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন?	হ্যাঁ	না
০৩	আপনি কি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেছেন?	হ্যাঁ	না
০৪	আপনি কি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত আছেন?	হ্যাঁ	না
০৫	আপনি সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা কোন চুক্তি বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রমের জন্য বা হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ আছেন কি?	হ্যাঁ	না
০৬	কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত, মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার তারিখের ৭ দিন পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
০৭	আপনি কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হিসেবে মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার তারিখের ৭ দিন পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
০৮	মনোনয়ন পত্র দাখিলের ৭ দিন পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
০৯	International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন সংঘটিত অপরাধে দন্ডিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
১০	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
১১	তিনটির অধিক আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন কি?	হ্যাঁ	না

গ. নিম্নের বিষয়গুলোতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন মন্তব্যঃ এ অংশে প্রতিটি প্রশ্নের দু'টি অংশ রয়েছে-'ক'ও 'খ'। কোন প্রশ্নের ক অংশের উত্তরে 'না' হলে খ অংশের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি যোগ্য। তবে ক অংশের 'হ্যাঁ' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে প্রশ্নের খ অংশের উত্তর দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে খ অংশের উত্তর 'হ্যাঁ' হলে আপনি যোগ্য হবেন। আর ক অংশে 'হ্যাঁ' এবং খ অংশে 'না' উত্তর হলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন।			
১ (ক)	আপনি কি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন?	হ্যাঁ	না
(খ)	দেউলিয়া ঘোষিত হলে দায় হতে অব্যাহতি পেয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
২ (ক)	নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে আপনি অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকলে মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৩ (ক)	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ বা ৮৬ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে আপনি অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন কি? (টীকা দেখুন)	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকলে আপনার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৪ (ক)	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপদফা (সি), (ডি) ও (ই) এ উল্লিখিত যে কোন কারণে কোন আসনে আপনার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে কি? (টীকা দেখুন)	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত কোন নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হলে উক্তরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৫ (ক)	আপনি প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের চাকুরি হতে পদত্যাগ বা অবসরে গমন করেছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের উত্তর হ্যাঁ হলে উক্ত পদত্যাগ বা অবসর গমনের পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৬ (ক)	আপনি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের চাকুরি হতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্ত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে বরখাস্ত বা অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর ৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৭ (ক)	প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোন চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কি?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিলের পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না
৮ (ক)	আপনি বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা উক্ত পদ হতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা বরখাস্ত হয়েছেন কি?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত পদে অধিষ্ঠিত থাকলে উক্ত পদ ত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা বরখাস্ত হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ	না

টীকা:

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ-

১।	অনুচ্ছেদ ৭৩	-	নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক অপরাধ
২।	অনুচ্ছেদ ৭৪	-	নির্বাচনে বেআইনী আচরণ
৩।	অনুচ্ছেদ ৭৮	-	ভোটগ্রহণের দিনে এবং তার আগে ও পরে ৪৮ ঘণ্টা সভা ও শোভাযাত্রা
৪।	অনুচ্ছেদ ৭৯	-	ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ক্যানভাস
৫।	অনুচ্ছেদ ৮০	-	ভোটকেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ
৬।	অনুচ্ছেদ ৮১	-	ব্যালট পেপারসহ ভোটগ্রহণ কাজে ব্যবহৃত কাগজপত্রে হস্তক্ষেপ
৭।	অনুচ্ছেদ ৮২	-	ভোটগ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ
৮।	অনুচ্ছেদ ৮৩	-	ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা
৯।	অনুচ্ছেদ ৮৪	-	সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে কাজ করা
১০।	অনুচ্ছেদ ৮৬	-	নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তা দান
১১।	অনুচ্ছেদ ৬৩(১)(সি)	-	দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল হাসিল করা হয়েছে বা ঘটনা হয়েছে এই কারণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল
১২।	অনুচ্ছেদ ৬৩(১)(ডি)	-	নির্বাচিত প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরস্পরের যোগসাজশে কোন দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কাজ করার কারণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল
১৩।	অনুচ্ছেদ ৬৩(১)(ই)	-	অনুমোদিত ব্যয়ের অধিক অর্থ খরচ করার কারণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল

ফরম-১ ক্রমিক নম্বর

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য
প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

প্রথম খন্ড: মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর ____________________

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর ____________________

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________________

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম ____________________

(প্রস্তাবকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ____________________ এতদ্দ্বারা

(প্রস্তাবকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

____________________ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে ____________________ ,

(প্রার্থীর নাম)

____________________ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর ____________________ এর নাম

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

প্রস্তাব করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী রূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ: ____ দিন ____ মাস ________ বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | | |

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________________

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম ____________________

(সমর্থনকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ____________________ এতদ্বারা

(সমর্থনকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

____________________ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

জন্য প্রার্থীরূপে ____________________ ,

(প্রার্থীর নাম)

____________________ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | এর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী রূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ: | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, ____________________

(প্রার্থীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর

পিতা/স্বামীর নাম ____________________

মাতার নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম ____________________

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সেই ভোটার এলাকার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ____________________

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

উপজেলা/থানার নাম ____________________

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নাম)

জেলার নাম ____________________

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট জেলার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি-

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(১) অনুযায়ী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর [ ] ও ব্যাংকের নাম [ ]

(৫) (ক) আমি আয়করদাতা নহি [ ] আমি আয়কর দাতা [ ] [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন]

(খ) আমার সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ এ সংযুক্ত করিলাম। সেইসাথে আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল করিলাম এবং যেহেতু আমি আয়কর দাতা সেহেতু কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৬) (ক) আমি,			রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

আমার সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

অথবা

(খ) আমি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উহার সপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ) অনুযায়ী দলিলাদি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৭) বিধি-৪(২) অনুসারে জামানত হিসাবে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান/রসিদ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

চতুর্থ অংশ

(স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

প্রথম ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ______________________ **এতদ্বারা**

(প্রার্থীর নাম)

ঘোষণা করিতেছি যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ______ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ______________________

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলাম।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ______________________

প্রার্থীর নাম

এতদ্‌সংগে আমার নির্বাচনী এলাকা ______________________ এর এক শতাংশ ভোটারের

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করিলাম।

২। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত তালিকায় প্রদত্ত সকল স্বাক্ষর ভোটারগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছে।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

* দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই অংশ পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই

দ্বিতীয় খণ্ডঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে সদ্য তোলা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম:

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর:

৩। পিতার নাম:

৪। মাতার নাম:

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম:

৬। জন্ম তারিখ: দিন মাস বৎসর

৭। বয়স: বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থান:

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ:

টেলিফোন নম্বর

মোবাইল নম্বর

ই-মেইল ঠিকানা

১১। লিঙ্গ (টিক √ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐

১২। বৈবাহিক অবস্থা: অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐

১৩। পেশা :

১৪। বর্তমান কর্মস্থল:

(ক) কর্মস্থলের নাম:

(খ) কর্মস্থলের ঠিকানা:

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা:

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য:

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল /প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তৃতীয় খন্ড

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী

(প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম)

কর্তৃক ______ তারিখ ______ ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে -

উপরে উল্লিখিত কারণে মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

* প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর [ ]

[ ] নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ]
(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ] তারিখে [ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ] তারিখ [ ] ঘটিকায় [ ] এ বাছাই করা হইবে।
(স্থান)

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, ____________________ ,
প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম ____________________ ,

মাতার নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ____________________
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ____________ (উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম) এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ:

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ:

ক্রমিক	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪. আমার পেশার বিবরণী:

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

ক্রমিক	আয়ের উৎসের বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরি		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী:

(ক) অস্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীল নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান (আবাসিক বা বাণিজ্যিক) সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায়

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭.ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]

অথবা

৭.খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং উহার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. **ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:** (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম:

ঋণের ধরন	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ: [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম [ ]

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম : [ ]

মাতার নাম : [ ]

ঠিকানা : [ ]

যিনি জনাব/বেগম : [ ]

সনাক্তকারীর নাম

ঠিকানা : [ ]

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য [ ] তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২

(দলের মনোনয়ন)

(এই নমুনায় দলের নিজস্ব প্যাডে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে)

(১) আমি, ____________________

____

(পদবী, দলের নাম)

____________ এতদ্বারা নির্বাচনী এলাকা ____________

(দলের নিবন্ধন নম্বর) (নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে ____________

(প্রার্থীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | কে

দলের মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের
নাম, স্বাক্ষর ও সীলমোহর

* স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সংযুক্তির প্রয়োজন নাই।

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকা

স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম :	
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :	
মোট ভোটার সংখ্যা :	
এক শতাংশ ভোটারের সংখ্যা :	

ক্রমিক	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন/ মোবাইল ফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫

তারিখ: ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১। এ নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

২। এই ক্রমিক নম্বর ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থী/প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের অনুস্বাক্ষর ও শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

ফরম-২০

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	
প্রার্থীর নাম	
প্রার্থীর ঠিকানা	

ক অংশ: নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস

খ অংশ : আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

গ অংশ : আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

ঘ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশ : ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২১

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	
প্রার্থীর নাম	
প্রার্থীর ঠিকানা	

অংশ ক-সম্পদ

শ্রেণী ক-গৃহ সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি

মোট পরিমাণ	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী খ-গৃহ সম্পত্তি

গৃহের প্রকৃতি ও সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী গ-অন্যান্য সম্পদ

অন্যান্য সম্পদ, যথা-সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকের আমানত ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য
১	২

অংশ খ-দায়সমূহ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

অংশ গ-বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বাৎসরিক আয়	মোট আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়
১	২

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পূরণ নির্দেশিকা

আপনি কি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান? তা হলে প্রথমেই ভোটার তালিকায় আপনার ভোটার নম্বর, ক্রমিক নম্বর ও ভোটার এলাকা সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিন। সেই সাথে আপনি আপনার প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী যারা হবেন তাঁদের ভোটার নম্বর ও ভোটার এলাকার নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। এ নির্দেশিকা মনোনয়ন ফরমের নমুনার সাথে মিলিয়ে দেখুন। মনোনয়ন ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে ফরমের সাথে সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলোঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম (ফরম-১) পূরণের বিবরণ দেয়া হলো:

প্রথম খন্ড: মনোনয়ন

প্রথম অংশ: এ অংশ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

- প্রস্তাবকারীর নামের ঘরে প্রস্তাবকারীর নাম ভোটার তালিকায় যেভাবে লেখা রয়েছে স্পষ্ট করে সেভাবে লিখতে হবে।
- ভোটার নম্বরের ঘরে ভোটার নম্বর (১২ অংকবিশিষ্ট) উল্লেখ করতে হবে।
- ক্রমিক নম্বরের ঘরে ভোটার তালিকার সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪ অংকবিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
- ভোটার এলাকার নাম, উপজেলা/থানার নাম, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম এবং নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিকভাবে ও স্পষ্ট করে লিখতে হবে।
- প্রার্থীর ঠিকানা সঠিকভাবে লিখতে হবে।
- প্রার্থীর ভোটার নম্বর (১২ অংকবিশিষ্ট) নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।
- প্রস্তাবকারী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে, অন্যথায় টিপসহি দিতে হবে এবং স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ: এ অংশ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

- প্রস্তাবকারীর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অংশ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

তৃতীয় অংশ: এ অংশ মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে এবং সে সাথে মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণাও প্রদান করতে হবে।

- প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিকভাবে ও স্পষ্ট করে সেভাবে লিখতে হবে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর এর ঘরে প্রার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্রের ১৩/১৭ অংকবিশিষ্ট নম্বর নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।

- পিতা/স্বামীর নাম এর ঘরে প্রার্থী পুরুষ বা অবিবাহিত মহিলা হলে পিতার নাম এবং বিবাহিত মহিলা হলে স্বামীর নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
- মাতার নাম এর ঘরে প্রার্থীর মাতার নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
- ঠিকানা ঘরে প্রার্থী যে এলাকায় বসবাস করেন সে ঠিকানা বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে।
- ভোটার নম্বরের ঘরে ভোটার নম্বর (১২ অংকবিশিষ্ট) উল্লেখ করতে হবে।
- ক্রমিক নম্বরের ঘরে ভোটার তালিকার সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪ অংকবিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
- ভোটার এলাকার নাম, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম ও উপজেলা/থানা ও জেলার নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(১) এছাড়াও এ অংশে নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ প্রদান করতে হবে:

(ক) প্রস্তাবক/সমর্থক কর্তৃক আপনাকে মনোনয়নে আপনার সম্মতি প্রদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ (১) অনুযায়ী নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পর্কে আপনার ঘোষণা। চেকলিস্ট পূরণ করে নিশ্চিত হয়ে নিন।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০০৮ সালে সংশোধিত) এর ১২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হবার বা থাকার যোগ্যতা সম্পর্কে ঘোষণা। চেকলিস্ট পূরণ করে নিশ্চিত হয়ে নিন।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

(২) নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে।

(৩) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী সংযুক্ত (ফরম-২০) করার প্রত্যয়ন করতে হবে। এ ফরম মনোনয়নপত্রের সাথে আপনাকে প্রদান করা হবে।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তফসিলি ব্যাংকে আপনার একটি একাউন্ট খুলতে হবে এবং সে একাউন্ট নম্বর ফরমে উল্লেখ করতে হবে। (মনে রাখবেন, যেহেতু মনোনয়ন ফরমে হিসাব নম্বর দিতে হবে সেহেতু এ ব্যাংক একাউন্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বেই খুলতে হবে এবং আপনার বা আপনার নির্বাচনী এজেন্টের নামে পরিচালনা করতে হবে। এ ব্যাংক হিসাব থেকে আপনার সকল নির্বাচনী ব্যয় সম্পাদন করতে হবে।)

(৫) (ক) আয়কর দাতা কিনা সঠিক ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিতে হবে।

(খ) সম্পদ ও দায় বিবরণী এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী (ফরম-২১) দাখিল, সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল এবং আয়করদাতা হলে কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে। এগুলো সংগ্রহের জন্য আগেই ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন হবে।

(৬) আপনি কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে দলের নাম লিখতে হবে এবং এর সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে। আপনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে ফরমের চতুর্থ অংশ পূরণ করতে হবে। ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা জমা দেয়ার প্রত্যয়ন করতে হবে।

(৭) জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারি চালান/রসিদ সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে।

○ প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

চতুর্থ অংশ: স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়:

প্রথম ভাগঃ ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে। প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিক ও স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। ইতোপূর্বে যে সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা উল্লেখ করতে হবে এবং নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

○ প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ: ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে নির্বাচিত হননি এমন স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

প্রার্থীর নামের ঘরে ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে লিখতে হবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা জমা দেয়ার প্রত্যয়ন করতে হবে। সকল ভোটার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হয়েছে মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

○ প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় খন্ড

প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

○ প্রার্থীর সদ্য তোলা এক কপি সত্যায়িত রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি নির্ধারিত ঘরে গাম/আইকা দিয়ে লাগাতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১। প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকায় যেভাবে লিপিবদ্ধ সেভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর এর ঘরে প্রার্থীর জাতীয় পরিচয় পত্রের ১৩/১৭ অংক বিশিষ্ট নম্বর নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৩। প্রার্থীর পিতার নাম পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৪। প্রার্থীর মাতার নাম পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম (বিবাহিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), প্রার্থী পুরুষ হলে স্ত্রীর নাম এবং মহিলা হলে স্বামীর নাম লিখতে হবে এবং প্রার্থী অবিবাহিত হলে এ ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৬। জন্ম তারিখের ঘরে দিন, মাস ও বছর লিখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে কারো জন্ম তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ হলে নিম্নরূপভাবে পূরণ করতে হবে (জাতীয় পরিচয় পত্রে উল্লিখিত তারিখ)

২	৫	দিন	০	৯	মাস	১	৯	৫	৮	বৎসর

ক্রমিক নম্বর ৭। বয়সের ঘরে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে বয়স উল্লেখ করতে হবে। যদি মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ হয় ২০ নভেম্বর, ২০১৩ এবং জন্ম তারিখ হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ তবে বয়স হবে নিম্নরূপ:

৫	৫	বৎসর	০	১	মাস	২	৫	দিন

ক্রমিক নম্বর ৮। জন্মস্থানের ঘরে যে জেলায় জন্ম সেই জেলার নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৯। ঠিকানার ঘরে (ক) স্থায়ী এবং (খ) বর্তমান ঠিকানা বিস্তারিতভাবে যেমন গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা পরিষ্কার করে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১১। পুরুষ/মহিলা এর নির্ধারিত ঘরে সঠিকভাবে টিক (✓) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১২। বৈবাহিক অবস্থার নির্ধারিত ঘরে সঠিকভাবে টিক (✓) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৩। পেশার ঘরে সুনির্দিষ্টভাবে পেশা উল্লেখ করতে হবে। একাধিক পেশা যেমন ব্যবসা/চাকুরি থাকলে সেগুলোর বর্ণনা দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৪। প্রার্থীর বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৬। সন্তান সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাবে।

- প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয় খন্ড

এ খন্ড রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার পূরণ করবেন, প্রার্থীর করণীয় কিছু নেই।

- মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী, যিনি দাখিল করেছেন তাঁর নাম লিখতে হবে।
- মনোনয়নপত্রটি দাখিলের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
- রিটানিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার যার নিকট মনোনয়নপত্রটি দাখিল করা হয়েছে তার স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে হবে।

চতুর্থ খন্ড

এ খন্ড রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করবেন, প্রার্থীর করণীয় কিছু নেই।

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এ মনোনয়নপত্রটি বাছাই করতে হবে।
- বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- রিটার্নিং অফিসারের নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে হবে।

পঞ্চম খন্ড

এ খন্ড রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসার পূরণ করে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রার্থীকে প্রদান করবেন। এ রশিদে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র কখন কোন্ স্থানে কোন্ তারিখে বাছাই করা হবে তা উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীকে প্রাপ্তি রশিদটি সংরক্ষণ করতে হবে।

এ খন্ডে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পূরণ করবেন:

- মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর
- নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম
- প্রার্থীর নাম
- প্রার্থী, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী যার কর্তৃক মনোনয়নপত্রটি দাখিল করা হয়েছে তার উপর টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে দাখিলের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
- মনোনয়নপত্রটি বাছাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।
- রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়ে প্রার্থীকে দেবেন (সিলমোহরও দিতে পারেন)